রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১৫, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০১ চৈত্র ১৪২৭/১৫ মার্চ ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.০৭২—খ্যাতিমান কলামিস্ট, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

২। সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭/০৯ মার্চ ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭ / ০৯ মার্চ ২০২১

খ্যাতিমান কলামিস্ট, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

সৈয়দ আবুল মকসুদ ১৯৪৬ সালে মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শনে স্নাতক এবং জার্মানির বার্লিনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা ইনস্টিটিউট থেকে সাংবাদিকতার ওপর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ ষাটের দশকে সাংবাদিকতা শুরু করে সুদীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশকের বেশি সময় মেধা, যুক্তিবোধ, পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার নিরবচ্ছিন্ন চর্চার মাধ্যমে নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুক্তচিন্তা এবং প্রগতিশীল মূল্যবোধে বিশ্বাসী সৈয়দ আবুল মকসুদ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সোচ্চার। যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে একজন সফল কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলোতে সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে নিয়মিত কলাম লিখতেন যা উল্লেখযোগ্য পাঠক প্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

জনাব আবুল মকসুদ সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যক্ষেত্রেও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। ১৯৮১ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিকেলবেলা' প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে — 'যুদ্ধ ও মানুষের মূর্খতা', 'অরণ্য বেতার', 'দারা শিকোহ ও অন্যান্য কবিতা', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', 'ভ্রমণ সমগ্র', 'সহজিয়া কড়চা', এবং 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ দার্শনিক' ইত্যাদি। তাঁর রচিত ভ্রমণ কাহিনী 'জার্মানির জার্নাল' দেশে এবং বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্ম নিয়েও গবেষণা করেছেন, যাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহ্রু, বুদ্ধদেব বসু, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অন্যতম। সৈয়দ আবুল মকসুদকে সাহিত্যে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৫ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর লেখনীতে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন দূরদর্শী ও সাহসী সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন যুগিয়েছেন। পদ্মা সেতুর বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর সমর্থন উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তি জীবনে সৈয়দ আবুল মকসুদ ছিলেন অমায়িক ও স্পষ্টভাষী একজন সহজ সরল মানুষ। তিনি আদর্শ, নীতিনিষ্ঠা ও দক্ষতার জন্য সর্বমহলে সুপরিচিত, সম্মানিত ও সমাদৃত ছিলেন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর মৃত্যুতে দেশ একজন পথিকৃৎ সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং মানবাধিকার কর্মীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd